দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 8 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

চট্টগ্রামে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪৫টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়া বাতিল

চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম জেলায় নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪৫টি নতুন একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম বাতিল করেছে সরকার। এসব ভবন নির্মাণে স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্র জানায়, উক্ত নতুন ৪৫টি ভবন নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক নোটিসে অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়ায় টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, জোট সরকারের আমলে উক্ত একাডেমিক ভবনসমূহ নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। এখন নতুনভাবে বিদ্যালয়সমূহের স্থান নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সূত্র জানায়, গৃহীত বিদ্যালয়সমূহে স্থান নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়েছে। অথচ প্রয়োজন রয়েছে এমন অনেক বিদ্যালয় বাদ পড়েছে। প্রতিটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। তবে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্র জানায়, সারাদেশে প্রায় ২ হাজার একাডেমিক ভবন নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর মধ্যে ৮০০ একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা নির্মাণ কাজ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর করে থাকে। সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরে চট্টগ্রামে নতুন কোন নির্মাণ কাজ হচ্ছে না। পূর্বে শুরু হওয়া ৪/৫টি স্থাপনার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফলে অধিদপ্তরে ইঞ্জিনিয়ারদের কোন কাজ না থাকায় তারা অলস সময় কাটাচ্ছেন। বাতিলকৃত একাডেমিক ভবনের মধ্যে রয়েছে মিরসরাই উপজেলায় ৩টি, সীতাকুন্ডে ৩টি, সন্দ্বীপে ৩টি, ফটিকছড়িতে ২টি, হাটহাজারীতে ৪টি, রাউজানে ১টি, রাঙ্গুনিয়ায় ৩টি, পাহাড়তলীতে ১টি, হালিশহরে ১টি, কোতোয়ালীতে ২টি, পাঁচলাইশে ২টি, বোয়ালখালীতে ৩টি, পটিয়ায় ৩টি, আনোয়ারায় ৩টি, চন্দনাইশে ২টি, সাতকানিয়ায় ৩টি, লোহাগাড়ায় ১টি, বাঁশখালীতে ৩টি, ডবলমুরিংয়ে ১টি ও চান্দগাঁও এলাকায় ১টি। এদিকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কোন নিজস্ব ভবন নেই। ভাড়ায় অফিস নিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সূত্র জানায়, আগ্রাবাদ সিডিএ এলাকায় শিক্ষা প্রকৌশল চট্টগ্রাম অফিসের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় তলার কাজ চলাকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ভবনের জায়গাটি তাদের দাবি করে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। উক্ত বিরোধের সমাধান না হওয়ায় নির্মাণ কাজ এখনো বন্ধ রয়েছে।